ইউ.বি.প্রোডাকসন্সের **নিত্যকি** প্রচেষ্টা

সন্ধান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায়
ইউ. বি. প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

সন্ধান

কাহিনী-চিত্রনাট্য-পরিচালনা :
উমানাথ ভট্টাচার্য

কাহিনী : পিন্টু দাশগুপ্ত । সম্পাদনা : রমেশ যোশী ॥ শিল্প-নির্দেশনা : সুবোধ দাস ॥ রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী ॥ কর্মধ্যক্ষ : রবীন মুখার্জী । সংগীত : পবিত্র :চ্যাটার্জী ॥ গীত : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : নেপথ্যকণ্ঠে : জটিলেশ্বর মুখার্জী ॥

ঃ চরিত্রলিপি ঃ

আদিত্য : অসীম কুমার
ভানু : চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী
রাখাল সামন্ত : রমেশ মুখোপাধ্যায়
সুধন্য : জোছন দস্তিদার
রুদ্র (দারোগা) : রণজিৎ চক্রবর্তী
সাধুচরণ : সুনীল মুখোপাধ্যায়
ভোলা : সুজিৎ গুপ্ত
হাবা : মিঠু চট্টোপাধ্যায়

স্বর্ণা : সবিতা বসু ॥ লীলা : সান্ত্বনা বসু ॥ রাণীবালা : শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী ॥ নিশি : বর্ণালী মিত্র । বিন্দু : গীতা কর্মকার । পুলিশ সুপার : দিলীপ রায় । ও অন্যান্য চরিত্রে : গোবিন্দ মুখার্জী, বীর সেনগুপ্ত, জীবন গুহ, ফকির দাস, মন্মথ মুখার্জী, নন্দদুলাল ঘোষ, তড়িৎ চৌধুরী, কানাই দাস, দীপ্তেশ ব্যানার্জী, ভোলা দত্ত, ভবতোষ ব্যানার্জী, সুবোধ দে, পরিতোষ রায়, রবীন মুখার্জী, নির্মল মিত্র, সোমনাথ মুখার্জী, পঙ্কু দাস, সুশীল ঘোষ, কেষ্ট মজুমদার, চিত্তরঞ্জন মিত্র, নিতাই দাস, শ্রীমান সন্তোষ, শ্যামল ও অন্যান্য ।

কাহিনী

খণ্ডগ্রাম। মাঠে পাকা ধান; কিন্তু ক্ষেতমজুররা ধর্মঘট করে বসে আছে—সরকারী আইন অনুযায়ী ৮ টাকা ১০ পয়সা মজুরী না দিলে তারা ধানকাটার কাজে হাত দেবে না।

আদিত্য ও তারই মতন আরও কয়েকজন ক্ষুদে জোতদার সামন্ত মশাইয়ের কাছে দরবার করে—পাকা ধান পোকা লেগে নষ্ট হচ্ছে; ওদের সঙ্গে মাঝামাঝি একটা রফা করে নেওয়া হোক।

কিন্তু সামন্ত বড় জেদী। সে বলে—এক টাকা ভিক্ষে চাইলে আমি ওদের পাঁচ টাকা দেব। কিন্তু একটাকা যদি দাবী করে; এক পয়সাও দেবনা। যেমন চলছিল, তেমনি চলবে।

একেবারে জমিদারী মেজাজ। দিন পাল্টাচ্ছে, এটা সামন্ত বুঝতে চায় না।...

আদিত্যর ছোটভাই ভানু, কলকাতায় খবরের কাগজের অফিসে চাকরী করে। বাড়ীতে এসে ক্যামেরা-নোটবই নিয়ে সে ধর্মঘটের রিপোর্ট সংগ্রহে মেতে যায়।

কাগজে খণ্ডগ্রামে ক্ষেতমজুর ধর্মঘটের রিপোর্ট এবং সেইসঙ্গে সামন্তর জমিদারী জোতদারীর ইতিহাস ছাপা হয়েছে দেখে সামন্ত ক্রুদ্ধ। সেখানে উপস্থিত ছিল আদিত্য।

সামন্ত আদিত্যকে বলে—তোমার ভাই অনেকদিন পরে দেশে এল; একবার দেখতে ইচ্ছা করে: পাঠিয়ে দিও।

ভানু যায় সামন্তর সঙ্গে দেখা করতে। উদ্দেশ্য, জমিয়ে একটা ইণ্টারভিউ নেবে। সামন্ত তাকে মিষ্টি-মুখ করায়। ব্যবসা দেখাতে নিয়ে যায় গুদামে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সামন্তর চেহারা দেখে ভয় পায়। এ সামন্ত একেবারে অন্য মানুষ। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ সব পারে। ভানু বোঝে, তার দাদা আদিত্য ও অন্যান্য ক্ষুদে জোতদাররা কিসের ভয়ে সামন্তর সঙ্গে এঁটুলি-পোকার মত লেগে আছে।

ভানু কিন্তু তার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে। ধর্মঘটের শেষ দেখবে সে।...

ক্ষেতমজুরদের নেতা সুধন্য ঠিক করে, ভোরের গাড়িতে সে কলকাতায় যাবে। কারণ খালি পেটে লড়াই হয় না; সহরে সংগঠন আছে, পয়সাও আছে—দু মুঠো খেতে দিতে তাঁরা পিছপা হবে না।

খবরটা সামন্তর কানে যায়। সে পাঠায় তার কর্মচারী সাধুচরণকে সুধন্যর কাছে।

সাধুচরণ সুধন্যকে বলে—আদিত্যবাবু। ক্ষেত্র-মোহন. দত্তবাবু সবাই ঠিক করেছে, সামন্তমশাই যদি রাজী নাও হয়, তাঁর নিজেরাই তোমাদের সঙ্গে মিটমাট করে নেবেন। সামন্তমশাই একঘরে হয়ে যাবার ভয়ে তোমার সঙ্গে মিটমাটের আলোচনা করতে চান। চলো—

সুধন্য বিস্মিত—এই রাতে:

—দিনের বেলা লোকে জানাজানির ভয় আছে না? সামন্ত মশাইয়ের একটা প্রেষ্টিজ্ আছে তো।

আরও নানা কথায় বুঝিয়ে সুধন্যকে সাধুচরণ নিয়ে যায় সামন্তর গুদামে।

কিছুদিন পর খবর এলো, দুমাইল দূরে চন্দনপুরের নদীতে ননী জেলের জালে উঠে এসেছে একটা বস্তা—তার মধ্যে একটা মানুষের খণ্ড খণ্ড দেহ।

সবাই ছুটলো সেইদিকে। ভানুও। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। চিতায় পুড়ছে সেই দেহটা।

বুঝল সবাই। সুধন্য আর ইহজগতে নেই। কিন্তু, কেমন করে কি হল, সব জেনেও কিছু করার নেই।

ভানুর তখন এক চিন্তা—কেমন করে খুনীকে চিহ্নিত করা যায়।

এর পর ভানু কিভাবে সুধন্যর আততায়ীকে খুঁজে বের করলো। আদিত্যর কি হ'ল, রাখাল সামন্তর পরিণাম কি হল এসব রূপালী পর্দায় দেখতে পাবেন।

ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

শ্রীঅমর নান, শ্রীঅশোক মৈত্র, শ্রীভূদেব মল্লিক, ঝিকিড়া মল্লিকা সিনেমা ঝিকিড়া, ঝিকিড়া অধিবাসীবৃন্দ, নন্দনবাগান ফ্লাওয়ার মিল্‌স্. কলিকাতা । শ্রীঅহীন ভৌমিক, কালান্তর ॥

শ্রী:মোহিনী তরফদারের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্‌ম্ লেবরেটরীজে-এ পরিস্ফুটিত।

পরিস্ফুটনে : পণ্ডিত দয়ারাম, সত্য সরকার, পঞ্চু সরকার, বাবলু বক্‌সী, অশোক তরফদার, সুধীর বসু।

আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেক্‌নিসিয়ান্ ষ্টুডিও-তে গৃহীত।

পুনঃশব্দযোজনা ও সংগীতগ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাসগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী, সম্পাদনা : অমর লাহা।

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা : মিঠু চ্যাটার্জী, সুজিত গুপ্ত, অরুণ গুহ, কৃশ চ্যাটার্জী ॥ আলোকচিত্র ঃ বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, অলোক কুণ্ডু, অমর দাস, বাউরী জানা ॥ সম্পাদনা : জয়ন্ত লাহা ॥ শিল্পনির্দেশনা : গৌর পোদ্দার ॥ ব্যবস্থাপনা : অসিত বোস, হাবুল রায় ॥ রূপসজ্জা ঃ পঞ্চু দাস ॥ পটশিল্পে ঃ হরেন দাস ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী শ্যামল ॥ সংগীতগ্রহণ ও পুনঃশব্দযোজনায় : বলরাম বারুই, প্রভাস বর্মন ॥ পরিচয়লিপন ঃ দিগেন ষ্টুডিও ॥ স্থিরচিত্র এড্না লরেঞ্জ ॥ পশ্চাৎপটশিল্পী : বলরাম চ্যাটার্জী ॥ পোষাক সরবরাহ : সিনে ড্রেস্ ॥ দৃশ্যসজ্জায় : চিরঞ্জীব বর্মা, বেনু বিশাল, দ্বীজ, তমেশ্বর, গুপি ॥ আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য,ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ, কাশী কাঁহার, কালু, অজিত দাস, নবকুমার। রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী ॥ প্রচার : বিমল মুখার্জী।

গান

এই মাটিতে সোনার ফসল
আয়না সবাই চাষ করি।
এই মাটিতে অহল্যা মা
সবার সেরা সুন্দরী ॥
আমরা সবাই চাষার ছেলে
এক সাথে আয় হাল ধরি।
রাত পোহালো ফর্সা হলো
ঘুম ভাঙানোর গান ধরি ॥
চাষ করি আয় চাষ করি…
শক্ত সবল হাতে লাঙ্গল চেপে ধর
শুকনো মাটি ঘামে ভিজিয়ে সবুজ কর।
দুলবে সোনা মাঠে মাঠে
দেখবো আহা প্রাণ ভরি ॥
চাষ করি আয় চাষ করি…
আমরা ভাই ভাই হয়েছি এক ঠাঁই ॥
অন্ধকারের বুকে জ্বালি আলোর রোশনাই ॥
জান কবুল আর মান কবুল।
ভয় ত্রাসে নাই ডরি ॥
একসাথে আয় হাত ধরি।
দেখে পালায় সব অরি।
চাষ করি আয়, চাষ করি…

সুর :—পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥
কণ্ঠ :—জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ॥

মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত পরবর্তী ছবি

মিতালী ফিল্মস স্টাফ মুভীজ-এর প্রথম নিবেদন

নারায়ণ সান্যালের চাঞ্চল্যকর উপন্যাসের সার্থক চলচ্চিত্রায়ণ